জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ
NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY BANGLADESH

এনএসডিএ বার্তা

ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩, ৪র্থ ও মহান বিজয় দিবস সংখ্যা

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এনএসডিএ-এর সভাকক্ষে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এ সভায় এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব নাসরীন আফরোজ বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা প্রশিক্ষণ জোরদার করে দেশে ও দেশের বাইরে যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব এবং এভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'স্মার্ট বাংলাদেশ' একই সূত্রে গাঁথা। তিনি বলেন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় পেশায় যুবদের যথাযথ দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মের সুযোগ তৈরি করার দৃঢ় প্রত্যয়ে এনএসডিএ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানতে হবে।

আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সহকারী পরিচালক জনাব সুদীপ পাল (লেখাটি বিশেষ নিবন্ধ হিসেবে এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো)। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন এনএসডিএ-এর সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুসরাত মেহ্ জাবীন, সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব আলিফ রুদাবা এবং সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ জোহর আলী প্রমুখ। সভায় এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বিশেষ নিবন্ধ

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার

লেখক আনোয়ার পাশা রচিত রাইফেল রোটি আওরাত উপন্যাসে লিখেছেন, "নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন এক প্রভাত। সে আর কত দূরে! বেশি দূরে হতে পারে না। মাত্রই রাতটুকু তো। মা ভৈঃ কেটে যাবে।" যুদ্ধের ডামাডোল পেরিয়ে আনোয়ার পাশার উপন্যাসটি আমাদের হাতে পৌঁছালেও তাঁকে আমরা পাইনি। ১৪ ডিসেম্বর তাকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

২০২৩ সাল জাতির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছর ৭১ এর ৫২ বছর পূর্ণ হলো আর ৫২ এর ৭১ বছর পূর্ণ হলো। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হর্ষোৎফুল্ল বিশাল জনতার সম্মুখে ৯১,৫৪৯ জন পাকসেনাকে নিয়ে নতমস্তকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনির পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি। উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতের পক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ও বাংলাদেশের পক্ষে ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুল করিম খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। এটি ছিল সেই ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান, যেখানে বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাত্র ২৮৪ দিন আগে ৭ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ় কণ্ঠে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তা।

৭ম পাতায় দ্রষ্টব্য

ওয়ার্কশপ অন এক্সপ্লোরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি এন্ড স্কিলস ডিমান্ড অফ লজিসটিকস সেক্টর: স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১২ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত হলে এনএসডিএ 'ওয়ার্কশপ অন এক্সপ্লোরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি এন্ড স্কিলস ডিমান্ড অফ লজিসটিকস সেক্টর: স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন' শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) শেখ ইউসুফ হারুন। তিনি বলেন, লজিসটিকস সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি এই সেক্টরে বিদ্যমান বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা মোকাবেলার জন্য সরকার কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করছে যেখানে লজিসটিকস সেক্টরে দক্ষ লোকবলের দরকার হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। তিনি দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইন্ডাস্ট্রি, একাডেমিয়া এবং সরকারের সমন্বিত কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণের বিকল্প নেই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালার সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব ও এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ দক্ষতা উন্নয়নে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য সবাইকে আহবান জানান। যুব সমাজকে দক্ষ করে গড়ে তুলে জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগানো এবং লজিসটিকস সেক্টরসহ অন্যান্য সেক্টরে স্কিলস গ্যাপ নিরূপণের জন্য ধারাবাহিক গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহায়তা প্রদান করতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) শেখ ইউসুফ হারুন

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসডিএ-এর সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব আলিফ রুদাবা। শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (নির্বাহী সেল) জনাব শাহিদা সুলতানা বলেন, লজিসটিকস সেক্টরের উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই আলোকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটি কয়েকটি উপকমিটি নিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। এতে প্রায় ২১টি উপখাত চিহ্নিত করে প্রতিটি উপখাতের সমস্যা, সমাধান ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে পরামর্শ কর্মশালার মাধ্যমে বিষয়গুলোকে একীভূত করা হচ্ছে। আরও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন লজিসটিকস ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব কবির আহমেদ এবং বিল্ড বাংলাদেশের সিইও বেগম ফেরদৌস আরা। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্টেপ ওয়ান গ্লোবাল লজিসটিকস লি.-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধতন কর্মকর্তা, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের প্রতিনিধি ও লজিসটিকস সেক্টরের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে লজিসটিকস খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশে সরকার ইতোমধ্যেই নানা ধরণের প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও নীতিমালা তৈরি করছে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের লজিসটিকস খাতকে এগিয়ে নিতে এবং এই সেক্টরে দক্ষ কর্মী তৈরির মাধ্যমে বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কাজ করছে।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন, কোর্স ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার অ্যাক্রিডিটেশন অব্যাহত

এনএসডিএ-এর অধীনে নিবন্ধিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সক্ষমতার নিরিখে কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন এবং অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার নিবন্ধনের জন্য ন্যাশনাল স্কিলস পোর্টালের (এনএসপি) মাধ্যমে আবেদন দাখিল করলে এনএসডিএ কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিম সরেজমিন পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করার পর কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন প্রদান ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোর্স অ্যাক্রিডিটেশন ও অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার হিসেবে নিবন্ধনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথাক্রমে ৪৮০টি ও ৪৫০টি। উল্লেখ্য নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬১০টি।

প্রচার-প্রচারণার লক্ষ্যে সৃজনশীল কনটেন্ট উদ্ভাবনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৬ অক্টোবর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে দেশের মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কৌশল নির্ধারণ সম্পর্কে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ।

কর্মশালায় বিজ্ঞাপন নির্মাতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতাসহ প্রথিতযশা লেখক, নাট্যকার এবং কনটেন্ট ক্রিয়েটরবৃন্দ তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মতামত ব্যক্ত করছেন

এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার, দক্ষতা বিষয়ে যুবদের আগ্রহী করে তোলা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে বিরাজমান সামাজিক নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর প্রচার-প্রচারণা বিষয়ে বেশকিছু সুপারিশমালা গৃহীত হয়।

'সৃজনশীল কন্টেন্ট উদ্ভাবনী কর্মশালায়' উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার মাসুম রেজা, অভিনেতা জিয়াউল হাসান কিসলু, সঙ্গীতশিল্পী রাহুল আনন্দ, অভিনেতা ও বাচিক শিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতা ও নির্মাতা মীর সাব্বির, আফসানা মিমি, কথাসাহিত্যিক দীপু মাহমুদ, শাহনাজ মুন্নী, মনি হায়দার, অভিনেতা ও নির্মাতা কাওসার চৌধুরী, নাট্যকর্মী সুজাত শিমুল, শাহাদাৎ হোসেন, নাট্যজন শংকর সাঁওজাল, নাট্যজন ও উন্নয়নকর্মী সেলিনা শেলী, নাজনীন হাসান চুমকী, চলচ্চিত্র পরিচালক ও বিজ্ঞাপন নির্মাতা অমিতাভ রেজা, গিয়াসউদ্দিন সেলিম, শাহনাজ কাকলি, গাউসুল আলম শাওন, গবেষক সাইমন জাকারিয়া, রতন পাল, জুনায়েদ হালিম, নাট্যকার অলোক বসুসহ আরও অনেকে। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর ঊর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট অনুবিভাগ নিবন্ধনকৃত সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং এনজিও কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদায়নের লক্ষ্যে অ্যাসেসমেন্ট করে থাকে। অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট অকুপেশনের অ্যাসেসর ও এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন। এনএসডিএ-এর কোর্স ও কারিকুলামে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ১০,১২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থী অ্যাসেসমেন্টের চিত্র

শহিদ শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ পালন

'শেখ রাসেল দীপ্তিময়/নির্ভীক নির্মল দুর্জয়'–এ বছরের এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০তম জন্মবার্ষিকী এবং শেখ রাসেল দিবস ২০২৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। এ উপলক্ষ্যে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজের নেতৃত্বে এনএসডিএ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আগারগাঁওস্থ বিনিয়োগ ভবনে স্থাপিত শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে এনএসডিএ সভাকক্ষে নির্বাহী চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সাথে শিশু রাসেলের আত্মত্যাগের কথা বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আজীবন স্মরণ করবে বলে মন্তব্য করেন। সকল শিশুর জন্য নিরাপদ পৃথিবী এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজের নেতৃত্বে এনএসডিএ-এর পক্ষ হতে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়

দক্ষ জনশক্তি: স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে 'দক্ষ জনশক্তি; স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এনএসডিএর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সরকারের সচিব নাসরীন আফরোজ বলেন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান ও অ্যাসেসমেন্টের জন্য কম্পিটেন্সি বেজড্ ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট (সিবিটিএন্ডএ) পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরি। তিনি আরও বলেন, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবিধা নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সিবিটিএন্ডএ পদ্ধতিতে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি তৈরির বিকল্প নেই।

কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এনএসডিএ-এর সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) ও এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা বলেন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এসটিপি) মাঠ পর্যায়ে এনএসডিএ-এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সিবিটিএন্ডএ পদ্ধতিতে গুণগত মান বজায় রেখে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে এসটিপিসমূহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি, প্রশিক্ষিতদের জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব আলিফ রুদাবা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের পরামর্শক ড. মোঃ নুরুল ইসলাম। এনএসডিএ-এর সার্বিক কার্যক্রমের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনএসডিএ-এর সদস্য ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ জোহর আলী। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনএসডিএ-এর ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

০৬ নভেম্বর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনএসডিএ-এর ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ বলেন, বিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি নির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশও আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের অগ্রগামিতায় প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান অর্জন এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। সরকার ইতোমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে এনএসডিএ। দেশে ও বিশ্ব শ্রমবাজারে আমাদের যুবসমাজ দক্ষতার সাথে কাজ করে দেশের আর্থিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কর্মশালায় এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ

সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৯ অক্টোবর ২০২৩ সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এনএসডিএ-এর ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এনএসডিএ-এর পরিচালক (নিবন্ধন) ও উপসচিব জনাব মো. আব্দুর রহমান। কর্মশালায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০২২, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও এনএসডিএ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সাংবাদিক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন, কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড (সিএস) ও কম্পিটেন্সি বেজড কারিকুলাম (সিবিসি) প্রণয়নে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, অ্যাসেসর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০২২ অবহিতকরণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ, এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং স্টিয়ারিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পিএসসি সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তি স্থাপনে শিল্প দক্ষতা পরিষদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ২৩ অক্টোবর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তি স্থাপনে শিল্প দক্ষতা পরিষদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি)-এর সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি, আইএসসির সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এনএসডিএ কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান নাসরীন আফরোজ

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমেদ দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনে আইন তৈরি কিংবা সংশোধনের কথা বলেন। তিনি কারিগরি শিক্ষার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা তৈরির ওপর জোর দেন। এছাড়া, তিনি কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে এনএসডিএ-এর সংযোগ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রমিকদের নিম্ন মজুরিতে কাজ, ইন্ডাস্ট্রিতে দক্ষ কর্মীর অভাব, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বেসরকারি সেক্টরের সঙ্গে এনএসডিএ-এর নিবিড় সংযোগ তৈরির মাধ্যমে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন।

এনএসডিএ-এর সদস্য ও প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা বলেন, শিক্ষানবিশদের শিল্প সংযুক্তি স্থাপনের জন্য এই কর্মশালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিল্পের সাথে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এনএসডিএ কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এনএসডিএ-এর সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মুসরাত মেহ জাবীন, শিল্প দক্ষতা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব সফিকুর রহমান ভূঁইয়া, ইনফরমাল সেক্টর আইএসসির চেয়ারম্যান জনাব নূরুল গণি শোভন, প্রাণ গ্রুপের হেড অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ড. এস এম মারুফ কবির প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং আইএসসির প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠিত হলো বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩ এর চূড়ান্ত পর্ব

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ), আয়োজিত বঙ্গবন্ধু জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিযোগিতা। ০১ ও ০২ ডিসেম্বর ২০২৩ দুই দিনব্যাপী রাজধানী ঢাকায় এনএসডিএ নিবন্ধিত ৬টি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিতরা জাতীয় পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ের এ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক ট্রেডের ১ম স্থান অধিকারী আগামী ২০২৪ সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড স্কিলস কম্পিটিশনে অংশ নেবার সুযোগ পাবেন। শীঘ্রই জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়াম্যানকে সভাপতি করে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা পর্যায়ে ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকদের সভাপতি করে জেলা কমিটি এবং বিভাগীয় পর্যায়ে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সভাপতি করে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিযোগীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া ও স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশব্যাপি ৯০৪ জন প্রতিযোগী অন-লাইনে নিবন্ধন সম্পন্ন করেন। জুন ২০২৩-এ দেশের ৬৪ জেলায় প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা পর্বের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৩টি ট্রেডে উক্ত প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বাছাই পর্বে অংশ নেন এবং বাছাই শেষে ৪৯৬ জন প্রতিযোগী বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য নির্বাচিত হন। আগস্ট ২০২৩-এ দেশের বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১২টি ট্রেডে অংশ নিয়ে ৫৯ জন প্রতিযোগী জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন।

দক্ষতা প্রশিক্ষণ জনপ্রিয় করা এবং দক্ষতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দূর করার লক্ষ্যে প্রতি দুই বছর অন্তর ওয়ার্ল্ড স্কিলস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক এই বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় দক্ষতা প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ান হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন-এর সাক্ষাৎ

৭ নভেম্বর ২০২৩ এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অস্ট্রেলিয়ান হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন কেট স্যাংগস্টার। বাংলাদেশের যুব সমাজকে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এনএসডিএ-এর মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে, সেসব বিষয় সম্পর্কে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কেট স্যাংগস্টারকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্তমানে দেশ জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে যুবসমাজকে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণ, বেকারত্ব হ্রাস, দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ উদ্যোক্তা তৈরিতেও কাজ করছে এনএসডিএ। এসময়ে তিনি দক্ষতা উন্নয়নে উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অস্ট্রেলিয়ান হেড অফ ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন কেট স্যাংগস্টার।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত

১৩ অক্টোবর ২০২৩ এনএসডিএ সভাকক্ষে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ে এনএসডিএ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও অ্যাসেসমেন্টকে আরও ফলপ্রসূ করার ব্যাপারে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এনএসডিএ দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে যুবদের দক্ষ করে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে যুবদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যক্রম চলমান রেখেছে। এ বিষয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এনএসডিএ একসাথে কাজ করতে পারে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এনএসডিএ কর্মকর্তাদের বৈঠক।

বিশেষ নিবন্ধ পরবর্তী অংশ-

আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের সময় লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজির কাছে কলম ছিল না বা ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি সাথে কলম রাখেননি। জেনারেল নিয়াজি কলম চেয়ে নিয়ে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর জেনারেল নিয়াজি ও জেনারেল অরোরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আত্মসমর্পণের প্রথা অনুযায়ী জেনারেল নিয়াজি তার কোমরের বেল্ট থেকে রিভলবার ও তার ইউনিফর্মের দুই কাঁধ থেকে লে. জেনারেলের ব্যাজ দুটো খুলে বাংলাদেশ-ভারত যুগ্ম কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার হাতে দেন।

মহান বিজয় দিবস আমাদের কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এ দিনটিতে আমরা পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা জানি, পৃথিবীতে দুটি দেশ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে জনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। তার মধ্যে একটি ইউএসএ, আরেকটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস জাতির এই ক্রান্তিলগ্ন আসলে কেমন ছিল? আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছিল? এই অনিশ্চিত বন্ধুর পথ বাঙালি পাড়ি দিয়েছিল "আমরা যখন মরতে শিখেছি কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।" এই বাণীকে নিরন্তর স্মরণ করে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার মতো, তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল/হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার/সকল দুয়ার খোলার মতোই জাতির পিতার ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। এই বাণীর মাধ্যমেই ছাত্র, শ্রমিক, জনতা, বুদ্ধিজীবী, সরকারি চাকুরিজীবী, কূটনীতিকগণ যার যার অবস্থান থেকে সংগ্রাম করে, মেধা দিয়ে, শ্রম দিয়ে এ দেশকে স্বাধীন করেছেন। নিজ নিজ অবস্থান থেকে সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জাতীর পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

বিজয়ের ৫২ বছর পরে প্রযুক্তি-নির্ভর এই যুগে বাংলাদেশ আজ স্মার্ট বাংলাদেশের পথে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ করা এবং হ্যাকিং প্রতিরোধ করতে আমাদের ইথিক্যাল হ্যাকিং-এর জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি, তথ্যের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা বিধানে বিগ ডাটা এ্যানালাইসিস এবং ক্লাউড কম্পিউটিং-এর ব্যবহার বাড়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুতকল্পে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড এবং কারিকুলাম তৈরি করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে নিশ্চিত হোক ডিজিটালি ইকুইপড এন্ড সিকিউরড বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়ের তাৎপর্য যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হবে। এবারের মহান বিজয় দিবসে এই হোক অঙ্গীকার।

সুদীপ পাল
সহকারী পরিচালক (শিল্প সংযোগ-১), এনএসডিএ

জিও-এনজিও যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) আয়োজিত 'জিও-এনজিও যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এনএসডিএ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের সচিব জনাব সত্যজিত কর্মকার। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় এনএসডিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট কাজে লাগাতে হবে এবং এর জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে। তিনি প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও বাস্তবমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক শেখ মোঃ মনিরুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে শহরে ও গ্রামে দিন দিন কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে দক্ষ জনবলের চাহিদা। তিনি বিশ্ববাজারের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এনএসডিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব) নাসরীন আফরোজ বলেন, বিশ্বমানের প্রশিক্ষিত কর্মী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে স্কিলস ইকো সিস্টেম প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে এনএসডিএ। তিনি একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যুবসমাজকে জনশক্তিতে রূপান্তরের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসডিএ-এর সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব আলিফ রুদাবা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের (আইএসসি) প্রতিনিধিসহ এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন: প্রেক্ষিত তৃতীয় লিঙ্গ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষ ময়মনসিংহ জেলায় এনএসডিএ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন: প্রেক্ষিত তৃতীয় লিঙ্গ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার জনাব উম্মে সালমা তানজিয়া বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীসহ সকল তরুণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা প্রয়োজন। তিনি তাদেরকে এনএসডিএ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে আত্মকর্মসংস্থান করতে আহবান জানান। মুখ্য আলোচক জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সদস্য (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ জোহর আলী তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানিয়ে বলেন, জনমিতিক লভ্যাংশের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে কমপক্ষে একটি ট্রেডে দক্ষতা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জনপ্রতিনিধিসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের প্রতি আহবান জানান। তিনি জানান প্রয়োজনে তারা কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে বিনা জামানতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় বিশিষ্টজন, এনএসডিএ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিভাগীয় কমিশনার জনাব উম্মে সালমা তানজিয়া

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিবর্গের একাংশ